গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২০ - ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

৫ মার্চ সর্বহারার মহান নেতা ও শিক্ষক জে ভি স্ট্যালিনের স্মরণ দিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য রচনা থেকে কিছু অংশ আমরা প্রকাশ করছি।

লেনিনবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যখন চরমে পৌঁছেছে, শ্রমিকবিপ্লব যখন আশু বাস্তব প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে, বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণির প্রস্তুতি পুরনো পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন পর্যায় অর্থাৎ পুঁজিবাদের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার পর্যায় যখন এসেছে — সেই সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বলেছেন, 'মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ'। কেন? কারণ, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে শেষ সীমায়, চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার পরই শুরু হয় বিপ্লব। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনটি।

প্রথম দ্বন্দ্ব হল শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একচেটিয়া ট্রাস্ট এবং সিন্ডিকেট, ব্যাঙ্ক এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করা কি অপরাধ

মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর চিঠি

১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু নিচের চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন।

আপনি নিশ্চয় জানেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত ৩০,০০০ সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যকারীদের ওপর ধর্মতলায় বিগ বাজারের সামনে সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় আচমকা সশস্ত্র পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে নৃশংসভাবে লাঠি চালায়। এই লাঠি চালনায় ৩০০-র বেশি আইন অমান্যকারী আহত হয়, তার মধ্যে ১০৭ জন খুবই আঘাত পায়। সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ ঘটেছে দলের দুজন ছাত্রকর্মীর ওপর। কমরেড উত্তম পাড়ুই পূর্ব মেদিনীপুরের অত্যন্ত দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান, অনেক কষ্ট করে এম এ পাশ করে টিউশনির টাকায় সংসার চালায়। কমরেড উত্তম পাড়ুই নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে প্রথম দলে যুক্ত হয়। কয়েকজন র‍্যাফ ঘিরে ধরে বেপরোয়া লাঠি চালানোয় উত্তমের সর্বাঙ্গে শুধু আঘাত লেগেছে তাই নয়, তার ডান চোখের মণিও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অপর ছাত্র কর্মী কমরেড রমাকান্ত সরকার কোচবিহারের তুফানগঞ্জের ডি এস ও সম্পাদক, লাঠির আঘাতে তারও ডান চোখ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা চেষ্টা করছেন চোখ কিছুটা রক্ষা করা যায় কিনা। কলকাতার ছাত্রী কর্মী স্বাগতা কর্মকার, বর্ধমানের চাষি কর্মী মনসা মেটে ভাঙা পা নিয়ে এখনো হাঁটতে পারছে না। এছাড়াও এরকম অনেকেই হাত-পা-মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিন কাটাচ্ছে। কী এদের অপরাধ ছিল? রাজ্যের দুর্গত জনগণের স্বার্থে এরা অন্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি তুলেছিল — চাষির জমি লুঠের দানবীয় কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধ, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম কমানো, দেশ-ব্যাপী ক্রমবর্ধমান নারী নিগ্রহ, নারী-শিশু পাচার রোধ, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার সাথে ট্যাক্স ও সেস না বাড়িয়ে সারা দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানো, সারদা সহ চিটফান্ড প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ও এজেন্টদের টাকা ফেরত দেওয়া এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অটোমেটিক প্রমোশন প্রথা এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার প্রসার বন্ধ করা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবাজেট ২০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করা, 'সেজ' আইন বাতিল করা, চাষির জন্য ধান-পাট সহ ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা, সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহে দুর্নীতি ও ফাটকা ব্যবসা বন্ধ করা, খাদ্যদ্রব্য পরিবহণে চটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, ১০০ দিনের কাজের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু রেখে গ্রামে ও শহরে ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা চালু করা, চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা প্রভৃতি। দাবিগুলি আদায়ের জন্য এরা আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলনের সংবাদ গত ১

পাঁচের পাতায় দেখুন

চিকিৎসাধীন উত্তম পাড়ইকে দেখতে যান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

উত্তম পাড়ুই

রমাকান্ত সরকার

দিল্লির জনগণকে অভিনন্দন জানাল এস ইউ সি আই (সি)

দিল্লি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির শোচনীয় পরাজয় এবং আম আদমি পার্টির জয় প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ১১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের জনগণ নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকে বিশ্বাস করে কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিল। কিন্তু ৮ মাসের মধ্যেই রাজ্যের জনগণ বুঝতে পারে যে, বিজেপি সরকার তাদের ধোঁকা দিয়ে নগ্নভাবেই পুঁজিপতিদের স্বার্থে এবং জনগণের বিরুদ্ধে একের পর এক নীতি গ্রহণ করছে, জনগণের দুর্দশায় কোনও ভাটা পড়েনি। সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনগণ তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে বিজেপি-কে চূড়ান্ত পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং দিল্লি বিধানসভায় বিজেপি-কে কার্যত অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। পুঁজিপতি-তোষণকারী ও জনবিরোধী দুই বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য আমরা দিল্লিবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জনগণ আম আদমি পার্টিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে এই আশায় যে, এই দলের সরকার বিজেপি এবং কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন পথে হেঁটে আন্তরিকভাবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করবে, দুর্নীতি দূর করবে, জল ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ বন্ধ করবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণ করবে না, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকার সমস্যার সমাধান, নারী ও শিশুর উপরে নির্যাতন বন্ধ এবং কলোনিগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দান করবে, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে দুর্বল করবে না। জনগণ আশা করে, কংগ্রেস ও বিজেপির মতো আম আদমি পার্টি জনবিরোধী নীতি গ্রহণ না করে জনস্বার্থে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে।

পার্টটাইম অধ্যাপকদের উপর পুলিশি হামলা

সংবাদ চারের পাতায়

ধর্ষিতা স্কুলছাত্রী, অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ থানায়

সোনারপুর থানার অন্তর্গত মহামায়াপুরে ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি উপর্যুপরি গণধর্ষণের শিকার হয় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। ধর্ষণকারীরা শাসকদলের লোক হওয়ায় তাদের গ্রেপ্তারে ছিল পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা। ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনার ১৪-১৫ দিন পরেও সব অপরাধী ধরা পড়েনি। সকল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার

এবং দ্রুত চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) সোনারপুর থানায় বিক্ষোভ দেখায়। থানায় দাবিপত্র পেশ করেন কমরেডস দিবাকর হালদার, রুণা পুরকাইত, গোরাচাঁদ হালদার, রাধা মিত্র, মমতাজ খাতুন প্রমুখের এক প্রতিনিধিদল।

পানীয় জল, খালসংস্কারের দাবিতে বিষ্ণুপুর-২ বিডিওতে বিক্ষোভ

এলাকার সর্বত্র পানীয় জলের সুব্যবস্থা, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, গৃহ অনুদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করা, ১০০ দিনের কাজ ও বকেয়া মজুরি প্রদান, খাল সংস্কার, পঞ্চায়েত থেকে পারিবারিক পরিচয়পত্র প্রদান সহ ১৩ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে ২৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর-২ বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন বাওয়ালি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ ও কমরেড বিজন হাজরা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমরেডস লক্ষ্মীপদ খামারু, গোপাল মণ্ডল, জিয়াউল খান, দেবব্রত ঘোষ, মনসুর মণ্ডল, আক্রম মণ্ডল। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। জনসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বাসুদেব কাবড়ী।

দিল্লিতে খ্রিস্টান স্কুলে বার বার হামলা চালাচ্ছে বিজেপি

১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বসন্তবিহার এলাকায় হোলি চাইল্ড অক্সিলিয়াম স্কুলে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা করেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটি। কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ১৪ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে গত দু'মাসে এ নিয়ে ছ'টি ঘটনা ঘটল যেখানে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের উপাসনালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে টার্গেট করে আক্রমণ করা হয়েছে।

এই বর্বর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না করে দিল্লি পুলিশ যেভাবে একে ডাকাতির ঘটনা বলেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বলেন, এই মনোভাব দুষ্কৃতীদেরই শক্তিশালী করবে। বাস্তবে কোনও অপরাধীর শাস্তি না হওয়ায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তিনি অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

পরিচারিকার মৃত্যুর প্রতিবাদে মেদিনীপুরে নাগরিক কনভেনশন

২৭ জানুয়ারি মেদিনীপুরের তাঁতিগেড়িয়া টাউন কলোনির ডাববাগানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কিশোরী পরিচারিকা পদ্মা মুর্মু মারা যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে পরিচারিকা সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলনের পথে ৮ ফেব্রুয়ারি নির্মল হৃদয় আশ্রম স্কুলে নাগরিক কনভেনশন হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী দোলনা বেরা। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অরূপ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, অধ্যাপক সুরেশ দাস, নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কমিটির শহর শাখার সভাপতি প্রধান শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, বিশিষ্ট নাগরিক দীপক বসু, পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী, শহর সম্পাদিকা ভবানী চক্রবর্তী সহ পদ্মা মুর্মুর পরিজনরা। কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন, নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কমিটির শহর সম্পাদিকা অনিন্দিতা দাস। বক্তারা বলেন, পদ্মা মুর্মুর মতো অসংখ্য পরিচারিকা আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রশাসন আক্রমণকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করছে না। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শহরের বুকে এই ধরনের আক্রমণ রুখতে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। কনভেনশনে দুই শতাধিক পরিচারিকা উপস্থিত ছিলেন।

বাঁশদ্রোণীতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে বাঁশদ্রোণী রায়নগর উন্নয়ন সমিতির মাঠে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। ১৪টি ইভেন্টে শিশু, যুবক ও মহিলা সহ ১৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। খেলা পরিচালনা করেন আই এফ এ-র প্রাক্তন সদস্য ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড় অবনী আইচ এবং ঐ অঞ্চলের ফুটবলার অজয় সরদার। উপস্থিত ছিলেন পরিচারিকা সমিতির কলকাতা জেলা সম্পাদিকা বুলবুল আইচ ও সদস্য শ্যামলী নস্কর।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন টালিগঞ্জ-নাকতলা শাখার উদ্যোগে ৮ ফেব্রুয়ারি সোনালী পার্ক এলাকায় সোনালী সংঘের মাঠে শিশু-কিশোর ও মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি ইভেন্টে ১৯৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা আয়োজনে ছিলেন কমরেডস মমতাজ খাতুন, সুজাতা দে, কল্যাণী মিত্র প্রমুখ।

● শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি ● ন্যূনতম মজুরি ● সাপ্তাহিক সবেতন ছুটি ● বিপিএল তালিকাভুক্তি ● সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ ● পরিবারের সকলের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ● বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা চালু ● পরিচারিকা ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির

প্রথম রাজ্য সম্মেলন

৩ মার্চ, মঙ্গলবার, সকাল ১০টা

হাওড়া শরৎ সদন (হাওড়া ময়দান)

গণদাবী পত্রিকা অফিসের নতুন ঠিকানা

৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩

ফ্যাক্স নম্বর - ২২২৭৬২৫৯

পাঠানো সংবাদে 'গণদাবী' উল্লেখ করতে হবে

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পার্টি সদস্য ও মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড কল্পনা মজুমদার হেপাটিক এনসেফেলোপ্যাথিতে আক্রান্ত হয়ে ৩০ জানুয়ারি বিকালে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

কমরেড কল্পনা মজুমদার ছাত্রজীবনে ১৯৭৮ সালে মেদিনীপুর শহরে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ছাত্র সংগঠনের সাথে এবং পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই (সি) দল তথা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। খড়্গপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় এ আই ডি এস ও-র সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ভূমিকা পালন করেন।

মহিলাদের উপর নানা ধরনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে এবং মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কমরেড কল্পনা মজুমদার শহরে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। নানা আন্দোলনে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।

গরিব অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল। মেদিনীপুরের শহরতলিতে তাঁর চেম্বারে সপ্তাহে একদিন তিনি বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন। দলের কর্মীদের আর্থিক সমস্যা, জামাকাপড়ের অভাবের প্রতি তিনি নজর রাখতেন। অসুস্থ শরীরেও নিয়মিত গণদাবী বিক্রি করতেন। কোনও কারণে দলের আর্থিক কিংবা অন্য কোনও ক্ষতি হলে অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন। জেলা পার্টি সেন্টারে দৈনন্দিন খরচ তিনি ডাক্তারি চেম্বারের অতি সামান্য আয় দিয়েই চালাবার চেষ্টা করতেন। পার্টি কর্মীদের দেওয়া টাকা পার্টির কোনও বড় কাজের জন্য সঞ্চিত রাখতেন। উপার্জনশীল কমরেডদের দেওয়া অর্থ বাঁচিয়ে ১৪ বছর ধরে সঞ্চিত ৭২ হাজার টাকা তিনি মেদিনীপুরে পার্টি সেন্টারের বাড়ি সংস্কারের সময় পার্টির হাতে তুলে দেন।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পার্টির নেতা-কর্মীদের বুর্জোয়া অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে নিজেদের উন্নীত ও পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান এবং তাকে ভিত্তি করে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বারবার যে আহ্বান জানাচ্ছেন, তা কমরেড কল্পনা মজুমদারকে গভীরভাবে নাড়া দিত। বহু কমরেড চোখের জলে তা স্মরণ করেছেন।

সবচেয়ে উল্লেখ্য, কমরেড কল্পনা মজুমদারের বাহুল্যবর্জিত অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় চাহিদা খুবই কম ছিল, তাঁর সম স্তরের সমস্ত কর্মীদের মধ্যে যা ছিল উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দাম্পত্য জীবনেও তাঁর আচরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর স্বামীর দলের কাজে কোনও রকম বাধা হতে পারে এমন কোনও আচরণ বা কাজ তিনি করেননি। তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব হলে তিনি নেতৃত্বের গাইডেন্স নিতেন।

৩১ জানুয়ারি সকালে তাঁর মরদেহ মেদিনীপুর পার্টি অফিসে আনা হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষ থেকে ও নিজের পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা। এরপর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান ও জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি সহ দল ও গণসংগঠনের কর্মী-সমর্থক সহ বহু সাধারণ মানুষ এবং পরিবারের সদস্যরা প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সমবেত কমরেডদের লাল সেলাম ধ্বনি ও চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড কল্পনা মজুমদার লাল সেলাম

জীবনাবসান

জয়নগর ২নং ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রামে এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদনকারী সদস্য কমরেড কালাম শেখ মাত্র ৫০ বছর বয়সে ১৪ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

কমরেড কালাম ছাত্র জীবনেই দলের সংস্পর্শে আসেন এবং কালক্রমে একজন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য কর্মীতে পরিণত হন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল, কমরেড রূপম চৌধুরী এবং লোকাল সম্পাদক কমরেড সন্তোষকুমার হালদার ও বহু কর্মী প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড কালাম শেখের মৃত্যুতে দল একজন নির্ভরশীল কর্মী ও গরিব জনগণ তাদের একজন দরদি সাথীকে হারাল।

কমরেড কালাম শেখ লাল সেলাম

খাগড়াগড় কাণ্ডে জঙ্গিযোগের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে

২ অক্টোবর ২০১৪ বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি ঘরের মধ্যে বিস্ফোরণে দু'জন নিহত হয় এবং একজন গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়ে। ধরা পড়ে পাশের ঘরে থাকা দুই শিশু সহ মহিলা। সেই ঘটনা নিয়ে এন আই এ-র তদন্ত চলছে, অন্যদিকে এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক জঙ্গিচক্র বিশেষত জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জে এম বি) যুক্ত বলে প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তারও হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে জাতীয় স্তরে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) এবং এন এস জি (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গ্রুপ) -এর প্রধান সহ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। এরপরে সেখানে যায় বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা দল। নানা সংগঠন এবং পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। ৩০ নভেম্বর ২০১৪-এ প্রকাশিত 'আউটলুক' (সর্বভারতীয় ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা) নিজেরা তদন্ত করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে এন আই এ-এর তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু গুরুতর প্রশ্ন তোলা হয়। প্রশ্ন তুলেছে কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিদল এবং পত্র-পত্রিকাও।

ঘটনা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক চাপান-উতোর

২ অক্টোবর বিস্ফোরণের পরেই বিজেপি মিছিল করে এবং তদন্তের দায়িত্ব এন আই এ-এর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। তার পাল্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেন্দ্রের অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমগুলি তদন্তভার এন আই এ-এর হাতে দেওয়ার পক্ষে নানা যুক্তি তুলতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে ৯ অক্টোবর তদন্তভার এন আই এ-এর হাতে তুলে দেয়। ২৩ অক্টোবর এন আই এ দাবি করে যে, বর্ধমানের খাগড়াগড়ের ঘটনার সঙ্গে জে এম বি-এর যোগ আছে। ২৮ অক্টোবর তারা দাবি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা ও ক্যুপ ঘটানোর ষড়যন্ত্র এ রাজ্যে বসেই হয়েছে এবং তার জন্যই বিস্ফোরক তৈরির কাজ খাগড়াগড়ে চলছিল। বিস্ফোরণস্থলে ধৃত দুই মহিলার সাহস এবং দৃঢ়তার রোহমর্ষক বর্ণনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা নাকি বিশেষ জঙ্গি প্রশিক্ষণ ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। এন আই এ দাবি করেছে বিস্ফোরণের ঘরে এবং শিমুলিয়া ও মুকিমনগর মাদ্রাসায় বেশ কিছু উর্দু, আরবি জঙ্গি কাগজপত্র পাওয়া গেছে যা প্রমাণ করে যে এদের জঙ্গি যোগ ছিল।

বলা হচ্ছে, এ সব থেকে এ রাজ্য 'জঙ্গিদের স্বর্গ রাজ্য' এবং মাদ্রাসাগুলি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র এমনই একটি চিত্র সংবাদমাধ্যমে ফুটে ওঠে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি

আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ বি জে পি-র দীর্ঘদিনের ইস্যু। বিজেপি নেতারা বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যু সামনে আনার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ রাজ্যে অতীতে সিপিআই(এম) এবং বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের আমলে পুলিশের চূড়ান্ত পক্ষপাতমূলক আচরণ, শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের নানাভাবে আড়াল করার চেষ্টা প্রভৃতি তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সাধারণ মানুষ রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের উপর প্রায় সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এটাকেই কাজে লাগিয়ে এন আই এ-র তদন্ত যারা পরিচালনা করছেন সেই কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি-র নেতারা বিবৃতির লড়াইয়ের মাধ্যমে খাগড়াগড়ের ঘটনাটাকে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত করা এবং এ রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের বীজ বপন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু 'আউটলুক'-এর অন্তর্তদন্ত এবং অন্যান্য রিপোর্টগুলি গোটা এন আই এ-তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয়।

প্রশ্নাবলী

বিস্ফোরণে একজনের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অপর একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে তার মৃত্যু হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশের কাছে সে তার নাম বলে স্বপন মণ্ডল বা শোভন মণ্ডল। পরে পুলিশ বলে নামটা সুভান মণ্ডলও (অর্থাৎ মুসলিম নাম) হতে পারে। ঘটনার প্রায় চল্লিশ দিন পরে এন আই এ আমজাদ শেখ ওরফে কাজল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এন আই এ তার পরেই দাবি করে যে হাসপাতালে নিহত স্বপন বা সুভান আসলে করিম শেখ। কাজল নাকি করিম শেখকে শনাক্ত করেছে এবং স্বীকার করেছে সে নিজে জে এম বি-এর প্রথম সারির সদস্য এবং সে-ই করিমকে বোমা বাঁধার কাজে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিয়েই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। সে যদি স্বপন বা শোভন মণ্ডল হয় তা হলে এই কাজ 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের', এবং'জঙ্গি মানেই মুসলিম' বিজেপির এই প্রচারটা ভোঁতা হয়ে যায়। এন আই এ-র এই মৃতদেহ শনাক্ত করার পদ্ধতিটি খুবই সন্দেহজনক। ঘটনার পর স্থানীয় যে ব্যক্তি পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢোকেন এবং আহত দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যান, তাঁর নাম পারভেজ খান। প্রেসের প্রতিনিধিদের তিনি বলেন, হাসপাতালে মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন বা শোভন মণ্ডল, তার সুন্নত করা ছিল না এবং বুক ও মুখের ডানদিকটা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। 'আউটলুকে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী ময়নাতদন্তের রিপোর্টও এই তথ্য সমর্থন করেছে। কিন্তু এন আই এ এই মৃত ব্যক্তিকে করিম শেখ বলে দাবি করার পরে তার বাবা জামশেদ শেখকে মোবাইলে তোলা একটি অস্পষ্ট বুক পর্যন্ত তোলা ছবি দেখায় এবং বলে এই তোমার ছেলে। জামশেদ 'আউটলুকে'র প্রতিনিধিদের যা জানান সেই বক্তব্য অনুযায়ী ফটো থেকে বা মৃতদেহ (মৃতদেহের ছবি) দেখে কোনও মতেই তিনি ছেলেকে চিনতে পারেননি। ছবিতে মৃত ব্যক্তির মুখ বা বুকে গুরুতর কোনও ক্ষতচিহ্ন ছিল না, কিন্তু যে দেহ তাকে করিমের দেহ বলে দেওয়া হয় তার মুখ ও বুকের ডানদিকটা উড়ে গিয়েছিল এবং এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে চেনা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আউটলুক যে প্রশ্নগুলি তুলেছে তা হল,

(১) বড় ক্যামেরায় তোলা পূর্ণাবয়ব নিখুঁত ফটো, যা তদন্তের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, তা না দেখিয়ে জামশেদকে অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ মোবাইল ফোনের ছবি দেখিয়ে তাকেই তার ছেলে বলে চাপ দিয়ে মেনে নিতে বাধ্য করা হল কেন?

(২) কেন মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য জামশেদের সঙ্গে মৃতদেহের ডি এন এ টেস্ট করা হল না?

অন্যান্য মৃত ও আহতদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়াটিও ধোঁয়াটে। বাড়ির মালিক বা মৃত, আহতদের বাবা-মা অথবা নিকট আত্মীয়দের দিয়ে শনাক্তকরণ বা সাক্ষ্য গ্রহণ করাই হয়নি। যার ফলে মৃত ও আহতদের প্রকৃত পরিচয়টাই ধোঁয়াশায় ভরা।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

আউটলুক ছাড়াও তহলকা, এ পি সি আর প্রভৃতি বেসরকারি সংগঠন তদন্ত প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। যেমন — (১) বিজেপি অভিযোগ করেছিল, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশ তড়িঘড়ি ঘর থেকে উদ্ধার করা বোমাগুলি নদীর চরে ফাটিয়ে দেয়। পরে বিস্ফোরণস্থল এবং নদীর চরের মাটির ফরেনসিক পরীক্ষা করে বোমাগুলি কী ধরনের তা জানার জন্য এন আই এ এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি করে ঘরে আর ডি এক্স জাতীয় অত্যাধুনিক বিস্ফোরক ছিল। কিন্তু এন এস জি প্রধান জে এন চৌধুরী বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে আর ডি এক্স ছিল। কিন্তু ওখানে সাধারণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (যা বাজি বা সাধারণ হাত বোমায় ব্যবহার করা হয়) ছিল' (এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস, পোস্টেড অন ২৯ নভেম্বর ২০১৪)। (২) ৯ অক্টোবর তদন্তের দায়িত্ব এন আই এ-র হাতে যাওয়ার আগে রাজ্য পুলিশ কর্তৃক বিস্ফোরণ স্থলের ঘরগুলি একাধিকবার তল্লাশি করে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি ফাটিয়ে দেওয়ার পরেও আবার ১৬ অক্টোবর এন আই এ-র দাবি অনুযায়ী ঐ ঘরগুলি থেকেই আরও তিরিশটা বোমা উদ্ধার হল কী করে?

(৩) এন আই এ-র দাবি অনুযায়ী যেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা এবং ক্যুপ ঘটানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছিল সেখানে এই অত্যন্ত সাধারণ মানের অস্ত্র (কামারশালায় তৈরি দেশি পিস্তল) ও বিস্ফোরক পাওয়া গেল কেন?

(৪) বিভিন্ন কাগজপত্রে বেরিয়েছে যে পুলিশ যেগুলিকে জঙ্গি প্রচারপত্র বলে দাবি করেছে তা আসলে আরবি পাঠ্য বই 'নুরানী কায়দা' অর্থাৎ 'মৃত্যুর ভালো উপায়' বলে একটি ধর্মীয় বই, গোলাম মুর্তাজার লেখা 'চেপে রাখা ইতিহাস' যা ইতিহাসের বই হিসাবে ইতিহাসবিদ মহলে সমাদৃত! সাধারণ বা ধর্মীয় পুস্তককে জেহাদি কাগজপত্র হিসাবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্য কী?

(৫) খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরবর্তী এন আই এ তদন্তের সূত্রে আসামের নলবাড়িতে ধরা পড়ে শাহনুর আলম নামে একজন। এন আই এ-র অভিযোগ শাহনুর জে এম বি-র একজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা। কিন্তু টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী শাহনুর এবং অপর এক ব্যক্তি কথিত জে এম বি জঙ্গি। কিন্তু পরে প্রকাশিত হয় যে শাহনুর ও তাঁর স্ত্রী সুজানা আসামের বিজেপি নেতা বিজন মহাজনের হেফাজতে থাকত। শাহনুর এ জে এম বি 'সহযোগী' জুলমত ঐ বিজেপি নেতার চাষের জমিতে কাজ করত। জুলমত টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টারকে বলে, "আমি এই বোমা নিয়ে শ্রী মহাজনের সাথে কথা বলি, এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী শাহনুরকে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিই"। (টু সার্কেল নেট, ১১ ডিসেম্বর ২০১৪) আসামের এই বিজেপি নেতার সঙ্গে তথাকথিত জে এম বি জঙ্গিদের যোগসূত্র স্বাভাবিকভাবেই খাগড়াগড় তদন্ত বিতর্ককে আরও উস্কে দিয়েছে।

এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই যে ওখানে বোমা বাঁধা হচ্ছিল অপরাধমূলক উদ্দেশ্যেই। কিন্তু এন আই এ-র তদন্ত প্রক্রিয়ার গুরুতর অসঙ্গতিগুলি অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে— তা হলে কি বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে? এন আই এ আগে থেকেই লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে একটা সাধারণ অপরাধের ঘটনাকে আন্তর্জাতিক মুসলিম জঙ্গিচক্রের কাজ বলে প্রমাণ করার জন্যই তদন্ত চালাচ্ছে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে, এটা কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থার 'আর এ ডব্লিউ' এবং আর এস এস-এর মিলিত ষড়যন্ত্র এবং তিনি কেন্দ্রে একদা মন্ত্রী ছিলেন বলে জানেন এসব কেমন করে হয়! তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর দলের আশ্রিত ক্রিমিন্যালদের হয়ে সাফাই গাওয়ার ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারালেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অতীতে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ (২০০৭), মালেগাঁও বিস্ফোরণ (মহারাষ্ট্র ২০০৮), মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ (হায়দ্রাবাদ ২০০৮), আজমির দরগা বিস্ফোরণ (রাজস্থান ২০০৭) প্রভৃতি ঘটনায় কতিপয় নিরীহ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষকে গ্রেপ্তার করে অত্যাচার এবং হয়রানি করা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরে আর এস এস-সংঘ পরিবারের যোগসূত্র এবং 'হিন্দু' সন্ত্রাসবাদীদের (সাধ্বী প্রজ্ঞা, স্বামী অসীমানন্দ প্রমুখদের) হাত এসবের পিছনে রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ঘটনা যাই হোক, বিজেপি এবং সংঘ পরিবার খাগড়াগড়ের ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে এ রাজ্যে প্রবলভাবে মুসলিম বিদ্বেষ, হিন্দু-মুসলিম বিভাজন প্রবলভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ঘটেছে অনেক ঘটনা যা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

একটি সম্প্রদায় সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এমন মর্মান্তিক চেহারা নিয়েছে যে ২৪ নভেম্বর আসানসোল থেকে কলকাতা আসার পথে সরকারি বাসের ড্রাইভার একজন বোরখা পরিহিতা মুসলিম মহিলা এবং তাঁর স্বামী ও সন্তানদের বাক্স তল্লাশি না করে বাসে তুলতে অস্বীকার করে এবং জোর করে দু'জায়গায় দু'বার তাদের বাক্স তল্লাশি করা হয়। কন্ডাক্টর বলে, 'কেমন করে বুঝব যে আপনারা জঙ্গি নন'? (টু সার্কেলস, নেট পোস্ট ২৩ নভেম্বর ২০১৪)। খাগড়াগড়ের ঘটনার অব্যবহিত পরেই মেদিনীপুরের মাদ্রাসা ছাত্রের গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা বা বহু ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ঘটে চলেছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে খাগড়াগড় বা ভগবানপুরের ঘটনার নিরপেক্ষ ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত নিরপেক্ষ সাংবাদিক, বিচারপতি, বুদ্ধিজীবী প্রমুখদের দ্বারা হওয়া উচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, বিভ্রান্ত হচ্ছেন, ধর্মীয়, সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায় জোট বেঁধে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছেন, অথবা ভোটের রাজনীতিতে বিজেপিকে হারাতে পারে তৃণমূল, এই সমীকরণে শাসকদলকে আঁকড়ে ধরছেন, তাঁরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পাল্টা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা বা নিছক ভোটব্যাংকের রাজনীতির শিকার হয়ে যাবেন। এই বিপদকে মোকাবিলা করার জন্য নন্দীগ্রামের মতো হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সেকুলার, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক আদর্শ ও আন্দোলনের রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ নেই।

বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার স্মরণে সভা

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ভারত সভা হলে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত এই আইন বিশারদ মানবাধিকারের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন এক দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

শিক্ষা সমস্যা সমাধানের আন্দোলনেও তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধি সরকার প্রণীত সর্বনাশা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের পাশাপাশি বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি রচনায় তাঁর ভূমিকা ছিল দৃষ্টান্তমূলক ।

এই মহান চরিত্র স্মরণে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অনীশ রায়, অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা প্রমুখ। শ্রদ্ধার্ঘ পাঠ করেন সৌরভ মুখার্জী। সভা পরিচালনা করেন ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী।

সভায় বিভিন্ন জেলার বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল থেকে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীপুরে নেতাজি স্মরণ

২৩ জানুয়ারি কলকাতার ভবানীপুরে এলগিন গুরুদোয়ারার কাছে মনিং ওয়াকারস অ্যান্ড টকারস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নেতাজি জয়ন্তী পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন টারসেন সিং, মানজিৎ সিং, সমর মজুমদার, মন্দিরা দাস দাস প্রমুখ।

পার্টটাইম অধ্যাপকদের অনশন আন্দোলনে পুলিশি হামলা

বিভিন্ন দাবি নিয়ে পার্টটাইম অধ্যাপকরা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অনশন আন্দোলন করছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষকরা যখন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তখন আচমকা পুলিশ তাঁদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। গুরুতর আহত হন পার্টটাইম অধ্যাপকদের সংগঠন 'কুটাব'-এর সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, নান্টু পাল, সুচেতা কুণ্ডু প্রমুখ। এঁদের হাসপাতালে ভরতি করতে হয়।

কেন আজ অধ্যাপকরা কলেজ ছেড়ে রাজপথে? কী তাঁদের সমস্যা? সকলেই জানেন পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ না করায় রাজ্যের কলেজের পঠনপাঠন ব্যবস্থা বলতে গেলে পুরোপুরি পার্টটাইম শিক্ষকনির্ভর। অথচ রাজ্য সরকার তাঁদের চূড়ান্ত বঞ্চনার মধ্যে ফেলে রেখেছে। তাঁরা সপ্তাহে পাঁচদিন পূর্ণ সময়ের কাজ দাবি করলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। এঁদের সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামোও নেই। নেই কলেজের পরিচালন সংস্থা ও টিচার্স কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির দাবি অর্জন করলেও বাকি সমস্যাগুলি সমাধানে রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। পূর্বতন ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সমস্যা নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিলেও কোনও কথা রাখেননি। ফলে বাধ্য হয়েই পার্টটাইম অধ্যাপকদের সংগ্রামী সংগঠন 'কুটাব' ১১ ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে অনশনে সামিল হয়। (ছবি ঃ প্রথম পাতায়)।

উপনির্বাচনে সিপিআই (এম) প্রার্থীদের সমর্থন এস ইউ সি আই (সি)-র

বনগাঁ লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৯ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আসন্ন বনগাঁ লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ জানেন, নানা প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সিপিআই (এম) সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সাথে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছি। এই নির্বাচনে সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিমান বসু তাঁদের প্রার্থীদের পক্ষে আমাদের সমর্থন চেয়েছেন। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে বুর্জোয়া সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি, বুর্জোয়া দল তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা এই নির্বাচনে বামপন্থী দল হিসাবে সিপিআই (এম) প্রার্থীকে ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

হরিয়ানা সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারি এ আই এম এস এস-এর কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ সভা

হরিয়ানায় প্রতিবন্ধী তরুণীর উপর নৃশংস অত্যাচার
রাস্তায় নেমে ধিক্কার জানাল মানুষ

হরিয়ানার রোহটকে ৮ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান

সেমেস্টার বাতিলের দাবিতে গুজরাটে স্বাক্ষর সংগ্রহ

শিক্ষাক্ষেত্রে সেমেস্টার সিস্টেম বাতিলের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলনে নেমেছে এ আই ডি এস ও-র গুজরাট রাজ্য ইউনিট। এই সিস্টেমের ফলে ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস শেষ না হলেও বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বার বার ভর্তি হওয়ার জন্য বিপুল ডোনেশন এবং ফি-র বোঝা বইতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রিমি বাঘেলা জানান, এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে স্কুল-কলেজ সহ স্টেশনে, বাজারে, বাসস্ট্যান্ডে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। শিক্ষামন্ত্রীকে প্রদান করা হবে এই স্বাক্ষরিত দাবিপত্র।

উত্তরপ্রদেশে বামপন্থী দলগুলির যৌথ বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই, সিপিআই(এম), আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এম এল-লিবারেশনকে নিয়ে গঠিত সংযুক্ত বামপন্থী সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ১০ ফেব্রুয়ারি জৌনপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির প্রতিবাদে শত শত ছাত্র-যুব-মহিলা মিছিল করে বিক্ষোভে যোগ দেন। দলগুলির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করে। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবৃন্দ। পরে জেলাশাসকের নিকট একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়।

ত্রিপুরায় সেভ এডুকেশন কনভেনশন

৩১ জানুয়ারি আগরতলার যক্ষা নিবারণী হলে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে সেভ এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ না করে বা পরিকাঠামো গড়ে না তুলে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রহসন, কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক করে দেওয়া, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই পদক্ষেপগুলির সর্বনাশা পরিণাম উল্লেখ করে বক্তারা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হন। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ধ্রুবব্রত দত্তরায়, নাট্যকার কমল রায়চৌধুরী, শিক্ষক নরেশচন্দ্র দত্ত, শিক্ষক সঞ্জয় দাস, অধ্যাপক অলক শতপথি, পঙ্কজকুমার দাস, সবিতা দাস, সম্রাট ভট্টাচার্য, অমর দেবনাথ, মৃদুলকান্তি সরকার প্রমুখ। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম আহ্বায়ক সঞ্জয় চৌধুরী। কনভেনশন পরিচালনা করেন শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দাস।

বর্ধিত ভাতায় ৫৪ জন ছাত্রকে বৃত্তি দিলেন এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক

জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭টি স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করলেন এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদের ৮০০ টাকা এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১২ সালে বিধানসভায় বিধায়কভাতা বৃদ্ধির বিরোধিতা করেছিলেন অধ্যাপক নস্কর। তাঁর একক প্রতিবাদ খারিজ করে দিয়ে ভাতা বৃদ্ধি করা হয়। এই অবস্থায় তিনি দলের পরামর্শে বর্ধিত ভাতায় ছাত্র বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিগত বছরের মতো এবারও সেই বৃত্তি দেওয়া হল ৮ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রদীপকুমার দত্ত, শ্রীকুমার চ্যাটার্জী, বিধায়ক কমল মিত্র, অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান শিক্ষক ডঃ মানস চ্যাটার্জী, বিডিও কালিপদ সিনহা, প্রীতি কর, তপন ঘোষ, প্রধান অতিথি অধ্যাপক এন আর প্রধান প্রমুখ।

আন্দামানে নেতাজি স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের পতাকা প্রথমবার তুলেছিলেন আন্দামানেই, ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর। আন্দামানের 'এডুকেশনাল কালচারাল অর্গানাইজেশন'-এর উদ্যোগে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। এদিন পোর্টব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের কার্যকরী সমিতির সদস্য সালামত মণ্ডল ও সুশান্ত সাহা।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবস পালন করা হয়। লিট্‌ল আন্দামান, সাউথ আন্দামানের ১৫টি স্কুলের প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেতাজিনগর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অমিত মজুমদার। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে গভর্নমেন্ট মডেল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ভি বিদ্যাস্বামী ও ঐ স্কুলেরই উপাধ্যক্ষ এম নেহেরু। স্থানীয় উপপ্রধান বিদ্যুৎ রায় ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক বিজন কুমার মণ্ডল। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহন মিস্ত্রি।

কিশোরীনগরের ৩টি স্কুলের ১১০০ ছাত্রছাত্রী নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত নানা কর্মসূচি ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিগলিপুরের প্রাক্তন জেলা শিক্ষা আধিকারিক পি বি টিকাইট। প্রধান অতিথি ছিলেন রেজ্জার মহম্মদ এম হক। প্রধান বক্তা ছিলেন বলরাম মান্না। সভাপতিত্ব করেন কিশোরীনগর সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের এক শিক্ষক। বিল্লিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজি জয়ন্তী পালিত হয়। ২২ জানুয়ারি ছাত্রছাত্রী সহ ২৫০ জনের একটি মিছিল বিল্লি গ্রাউন্ড বাজার পরিক্রমা করে।

জনগণের দাবি নিয়ে
জয়নগর-১ বিডিও অভিযান

এলাকার অগণিত গরিব মানুষের বি পি এল তালিকাভুক্তি, সকলের রেশন কার্ড, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের সংযোগ, বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, জয়নগর থেকে নবান্ন পর্যন্ত আধ

ঘন্টা অন্তর বাস চালু ইত্যাদি ১২ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র জয়নগর-১ নং ব্লক কমিটির ডাকে ২ ফেব্রুয়ারি বহড়ু বিডিও মাঠে সহস্রাধিক মানুষের এক সভা হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সহদেব কয়াল ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আনারুল ইসলামের নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধিদল বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করলে বিডিও অধিকাংশ দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও কয়েকটি দাবি পুরণের আশ্বাস দেন।

এদিন বিডিও অফিসের মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর। প্রধান বক্তা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজয় সাহা, কমরেড রূপম চৌধুরী, বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এবং বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড আয়ান আলি মোল্লা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিশুকন্যার উপর নিগ্রহের প্রতিবাদে
বেহালা থানায় বিক্ষোভ

১৩ ফেব্রুয়ারি বেহালায় বিজেপি পার্টি অফিসের ভেতরে সাড়ে চার বছরের এক শিশুর উপর যৌনঅত্যাচারের প্রতিবাদে ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস-এর পক্ষ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বেহালা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, শিশুটির চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকারকে বহন করা এবং এলাকার সমস্ত মদের ভাটি উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়।

জনগণের স্বার্থে আন্দোলন করা কি অপরাধ

একের পাতার পর

মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাতে সমর্থন জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার এবং পুলিশও এ খবর জানত। ৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দফায় দফায় জানানো হয় কলেজ স্কোয়ারে, বৌবাজারে না হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তারা মিছিল আটকাবে। আমরা প্রতিবাদ করে বলেছি, এটা আইন অমান্য আন্দোলন। এ সব জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি নেই, তাহলে কোন আইনে এখানে আমাদের বাধা দেবেন। এরপর মিছিলের প্রথমভাগ যখন এস এন ব্যানার্জী রোডে বিগ বাজারের সামনে পৌঁছায় তখন রাস্তার দুপাশ এবং মিছিলের সম্মুখভাগকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলে অতর্কিতে পুলিশ আক্রমণ চালায়। যদিও ঐ স্থানেও ১৪৪ ধারা জারি করা নেই। বোঝা যায়, এটা আগের থেকেই পরিকল্পিত।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের নেতৃত্বে এ রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চলে আসছে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস ও সিপিএম শাসনেও এভাবে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছে। সবসময়ই ১৪৪ ধারা জারি থাকা এলাকাতেই পুলিশ মিছিল আটকায় ও গ্রেপ্তার করে। এবার তার ব্যতিক্রম হল কেন? কেন গ্রেপ্তার না করে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালানো হল? যদি ছত্রভঙ্গ করাই পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল, তবে জলকামান ও টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ না করে শুরুতেই নির্বিচারে লাঠি চালানো হল কেন? আর লাঠি যদি চালানোই হয়, কোমরের তলায়, পায়ের দিকে না চালিয়ে মাথা ও চোখ তাক করে চালানো হল কেন? এ শুধু আমাদের দলেরই অভিযোগ নয়, রাজ্যের জনগণেরও একই অভিমত। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম সহ বিভিন্ন গণআন্দোলনে পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা সরকারি আসনে বসেছেন। এই কি সেই পরিবর্তনের নমুনা? রাজ্যে যখন নারী ধর্ষণ-খুন, ডাকাতি-ছিনতাই-তোলাবাজি প্রভৃতি প্রতিদিনই ঘটছে এবং নির্যাতিত বিপন্ন মানুষ পুলিশের খোঁজই পাচ্ছে না, তখন আমরা দেখলাম শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতার সামান্য অভাব হল না। আরও বিস্ময়কর হচ্ছে, আমি এবং আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ ডা তরুণ মণ্ডল এবং বর্তমান বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ ১৪৭, ১৪৮, ১৯, ৩৩২ ও ৩৩৩ প্রভৃতি জামিন অযোগ্য ধারায় এফ আই আর রুজু করেছে। যার অর্থ, আমরা যেন সশস্ত্র হয়ে বেআইনি সমাবেশ করেছি, পুলিশকে আক্রমণ করেছি, পাবলিক প্রপার্টি ধ্বংস করেছি। এ কথা কি এ রাজ্যের কেউ বিশ্বাস করবে!

কলকাতা মেডিকেল কলেজে উত্তম পাড়ুই ও রমাকান্ত সরকারকে দেখতে যান সিপিআই(এম) নেতা কমরেড বিমান বসু ও কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল।

রাজ্যের জনগণ আমাদের দলকে চেনেন। যেনতেন প্রকারে ভোটে জেতা ও গদি দখলের রাজনীতি আমরা করি না। একটি বিপ্লবী দল হিসাবে আমরা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা সহ সর্বস্তরের জনগণের নানা ন্যায্য দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি। লড়াই করেই প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা পুনরায় চালু করা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দাবিও আদায় করেছি। এ পর্যন্ত আমাদের দলের ১৭৫ জন কর্মী লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন, সহস্রাধিক কর্মী আহত হয়েছেন, ৪৯ জন নেতা-কর্মীর যাবজ্জীবন সহ ৬০ জন কারারুদ্ধ আছেন। কলকাতা সহ রাজ্যের বহু শহর ও গ্রাম আমাদের কর্মীদের রক্তে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে। আপনার সরকার যদি ভেবে থাকে এভাবে আক্রমণ চালিয়ে, মাথা ফাটিয়ে, চোখ নষ্ট করে, রক্ত ঝরিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে আমাদের দলকে আন্দোলনের পথ থেকে নিরস্ত করতে পারবে, তাহলে পূর্বতন সরকারগুলির মতো একই ভুল করবে। মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বলীয়ান আমাদের দলের শিক্ষায় কর্মীরা একদিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও সংগ্রামী, অন্যদিকে খুবই সৎ, সুশৃঙ্খল ও চরিত্রবান। সর্বহারার মহান নেতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এ দেশের নবজাগরণের মনীষীদের, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ও শহিদদের এবং বিশ্বের বড় বড় মানুষ ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম ও চরিত্র থেকে মহৎ গুণাবলি আয়ত্ত করার জীবন্ত সংগ্রাম নিরন্তর আমাদের দলে চলে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন, "...বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি... ... তাদের মনোভাব থাকে তারা মরবে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তবু তারা লড়াই ছাড়বে না।" এই মূল্যবান শিক্ষা বুকে বহন করেই আমাদের দলের কর্মীরা জনগণের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে আপনার সরকারের পুলিশ বাহিনী যতই নৃশংস অত্যাচার চালাক আমাদের গণআন্দোলনকে দমাতে পারবে না। আরও ব্যাপক আন্দোলন রাজ্যস্তরে ও জেলায় জেলায় চলতে থাকবে।

আহতদের দেখতে হাসপাতালে ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী

হাসপাতালে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী

লেনিনবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

একের পাতার পর

ধনকুবের গোষ্ঠীর সর্বময় ক্ষমতা। এই সর্বময় ক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির রীতিমাফিক লড়াইয়ের পদ্ধতিগুলো— যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় প্রতিষ্ঠান, সংসদীয় দল, সংসদীয় সংগ্রাম —সমস্তই সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। হয়, পুঁজির দয়ার উপর নিজেকে সঁপে দাও, দারিদ্রের মধ্যে আগের মতো ডুবে মরো, হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নেমে যাও, আর নয়ত লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার তুলে নাও — বিরাট সংখ্যক শ্রমিক জনসাধারণের সামনে সাম্রাজ্যবাদ এই বিকল্পই তুলে ধরেছে। সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের ময়দানে নিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব হল, কাঁচামালের উৎস, অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল করার সংগ্রামে লিপ্ত বিভিন্ন ধনকুবের গোষ্ঠী আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য হল, কাঁচামালের দেশে মূলধন রপ্তানি করা, কাঁচামালের উৎসগুলোর উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করা এবং যে-দুনিয়া ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেছে তাকে পুনরায় ভাগাভাগি করার জন্য লড়াই, পুরনো ধনিক গোষ্ঠী আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যারা নিজেদের অধিকারগুলো প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে নব-উত্থিত ধনিক গোষ্ঠী আর শক্তিদের 'প্রাণধারণের মতো জায়গা' পাবার নাম করে একান্ত বেপরোয়া লড়াই। বিভিন্ন ধনিকগোষ্ঠীর মধ্যে এই বেপরোয়া লড়াইয়ের মধ্যে লক্ষণীয় এই যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বিদেশি ভূখণ্ড দখল করার জন্য যুদ্ধ এর অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। এর ফলে আবার সাম্রাজ্যবাদীরা একে অপরকে দুর্বল করে দেয়, সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, বিপ্লব আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে আসে, বিপ্লব হয়ে ওঠে বস্তুতপক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় দ্বন্দ্ব হল, মুষ্টিমেয় কয়েকটি 'সভ্য' শাসক জাতি এবং দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ঔপনিবেশিক আর পরাধীন জনসাধারণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদ হল উপনিবেশ আর পরাধীন দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের উপর চরম অমানুষিক অত্যাচার, নগ্নতম শোষণ চালাবার ব্যবস্থা। এই শোষণ আর অত্যাচারের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে নিঙড়ে সর্বোচ্চ মুনাফা (সুপার প্রফিট) আদায় করা। কিন্তু এই সব দেশকে শোষণ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সেখানে রেলপথ, কল-কারখানা গড়ে তুলতে এবং শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। এই 'নীতির' অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আবির্ভাব ঘটে এক শ্রমিকশ্রেণির, অভ্যুদয় হয় দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের, জেগে ওঠে জাতীয় চেতনা, বেড়ে ওঠে মুক্তি আন্দোলন। প্রত্যেকটি উপনিবেশ, প্রত্যেকটি পরাধীন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিই পরিষ্কারভাবে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছে। শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে এই অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে উপনিবেশ আর পরাধীন দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের মজুতবাহিনী থেকে শ্রমিক-বিপ্লবের মজুতবাহিনীতে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে পুঁজিবাদের ভিত্তিতে বিরাট আঘাত লাগে।

সাধারণভাবে এইগুলোই হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এর ফলেই পুরনো আমলের 'সমৃদ্ধিশালী' পুঁজিবাদ মৃতপ্রায় পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে।

দশ বছর আগে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম তাৎপর্য হল, পুঁজিবাদের সমস্ত স্ব-বিরোধকেই তা এক সূত্রে গ্রথিত করে সংকটকে আরও পাকিয়ে তুলেছিল; যার ফলে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী লড়াই জোরদার হয়ে ওঠে —তার পথ প্রশস্ত হয়।

অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে যে, সাম্রাজ্যবাদ শুধু বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবীই করে তোলেনি — পুঁজিবাদের দুর্গের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাজনক অবস্থারই সৃষ্টি করেছে।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকেই জন্মলাভ করেছিল লেনিনবাদ।

অনেকে বলতে পারেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক কোথায়? রাশিয়া তো একটা বনেদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়, কিংবা হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লেনিন তো প্রধানত রাশিয়াতে এবং রাশিয়ার জন্যই কাজ করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কী? অন্য সব দেশ থাকতে রাশিয়াই বা কেন লেনিনবাদের দেশ বা সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি আর রণকৌশলের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়াল?

এর কারণ এই যে, রাশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদের এইসব দ্বন্দ্বগুলি পেকে উঠেছিল, অন্য দেশের চাইতে বেশি বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষা দানা বাধছিল। তাই একমাত্র তার পক্ষেই বিপ্লবী কায়দায় এই সব স্ব-বিরোধের সমাধান করা সম্ভব ছিল।

প্রথমত, জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক, সামরিক—সর্বপ্রকার আমানুষিক, বর্বর অত্যাচারের লীলাভূমি। এ কথা কে না জানে যে, রাশিয়াতে বিপুল শক্তিধর পুঁজিবাদ হাত মিলিয়েছিল জারের স্বৈরাচারের সঙ্গে, রুশ জাতীয়তাবাদের উগ্রতার সঙ্গে মিশেছিল রুশ-ভিন্ন অন্য জাতির ঘাতক হিসাবে জারের ভূমিকা, তুরস্ক, পারস্য, চীন — এই বিস্তৃত ভূখণ্ড শোষণের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো দখল করার জন্য জারের চেষ্টা, সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধযাত্রা। লেনিন সঠিক ভাবেই বলেছিলেন যে, জারতন্ত্র হল, 'সামরিক-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ'। জারতন্ত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম বৈশিষ্টগুলোর কেন্দ্রীভূত রূপ।

সে যাই হোক, জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের বিরাট মজুত বাহিনী। শুধু এই কারণেই নয় যে, জার রাশিয়াতে অবাধে

বিদেশি পুঁজি আমদানি করতে দিত এবং এই বিদেশি পুঁজিই জ্বালানি এবং ধাতু শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপর প্রভুত্ব করত — এই জন্যও যে জারের রাশিয়া পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। মনে রাখবেন যে, ১ কোটি ৪০ লক্ষ সেনা নিয়ে গঠিত রুশ সামরিক বাহিনী ব্রিটিশ আর ফরাসি পুঁজিপতিদের অভূতপূর্ব মুনাফা পাহারা দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রণক্ষেত্রে নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল।

তাছাড়া শুধু যে জারতন্ত্র ইউরোপের পূর্বদিকে সাম্রাজ্যবাদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকাই পালন করত তা নয়, প্যারিস, লন্ডন, বার্লিন আর ব্রাসেলস থেকে যে ঋণ বাজারে ছাড়া হত তার সুদ হিসাবে কোটি কোটি টাকা পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে আদায় করার এজেন্ট হিসাবে কাজ করত জারতন্ত্র।

সর্বোপরি তুরস্ক, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ ভাগবাঁটোয়ারা করার ব্যাপারে জার ছিল পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের অতি বিশ্বস্ত শরিক। এ কথা কে না জানে যে, যুদ্ধজোটের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সহযোগিতাতেই জারতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়েছিল এবং জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল যুদ্ধের এক প্রধান অংশ।

এই কারণেই জারতন্ত্র আর পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের স্বার্থ একেবারে মিশে গিয়ে এক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পরিণত হয়েছিল। জারতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য, রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই না চালিয়ে পুরনো, জারতন্ত্রী, বুর্জোয়া-রাশিয়ার মতো মজুত বাহিনীকে, এমন পরম বন্ধুকে, প্রাচ্যের এমন শক্তিশালী সমর্থককে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা কি কখনও চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে হারাতে রাজি হতে পারে? বলা বাহুল্য তা পারে না।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কেউ আঘাত হানতে চাইবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের গায়েও হাত তুলতে হবে; জারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করতে হবে সাম্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে। যারা জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর তাদের একই সঙ্গে উচ্ছেদ করতে হবে সাম্রাজ্যবাদকেও, অবশ্য যদি তারা জারতন্ত্রকে শুধু পরাজিত করতেই নয়, তাকে নিশ্চিহ্ন করতেও চায়। এই ভাবে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবে।

ইতিমধ্যে রুশদেশে এক প্রচণ্ড গণবিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই বিপ্লবের নেতা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণি আর এদের মিত্র হিসাবে ছিল রাশিয়ার কৃষকদের মতো এক বিপ্লবী শ্রেণি। এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে যে, এ বিপ্লব কখনও মাঝপথে থেমে যেতে পারে না? এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ ছিল যে, এ-বিপ্লব সফল হলে তাকে আরও এগিয়ে যেতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়িয়ে দিতে বাধ্য?

অত্যন্ত অসহ্য, অত্যন্ত জঘন্য আকারে সাম্রাজ্যবাদের এই স্ব-বিরোধ রাশিয়াতে মূর্ত হয়েছিল বলেই শুধু নয়, অথবা পাশ্চাত্য 'ফিনান্স ক্যাপিটালের' সঙ্গে প্রাচ্যের উপনিবেশগুলোর যোগসূত্র হিসাবে রাশিয়া পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল বলেই শুধু নয়, একমাত্র রাশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত স্ব-বিরোধ বিপ্লবী কায়দায় সমাধান করার মতো সত্যিকারের এক শক্তির অস্তিত্ব ছিল বলেই রাশিয়াতেই সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত স্ব-বিরোধ কেন্দ্রীভূত না হয়ে উপায় ছিল না।

এ থেকেই দেখা যায় যে রুশদেশে বিপ্লব শ্রমিক বিপ্লবে পরিণত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গোড়া থেকেই এ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ না করে পথ ছিল না এবং এই কারণেই এই বিপ্লবের ফলে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমিতে কাঁপন ধরতে বাধ্য।

এই অবস্থায় রাশিয়ার কমিউনিস্টরা কি কখনও নিজেদের কার্যকলাপ রুশ বিপ্লবের সংকীর্ণ জাতীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন? না, কখনওই নয়। সামগ্রিকভাবে একদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ (বিপুল বৈপ্লবিক তৎপরতা) এবং দেশের বাইরের (যুদ্ধ) অবস্থা তাঁদের বাধ্য করছিল কাজকর্মের এই সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে, এই সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে, সাম্রাজ্যবাদের গলিত ক্ষতের চেহারা নগ্ন করে দিতে, প্রমাণ করতে যে পুঁজিবাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী উগ্র জাতীয়তাবাদী আর শান্তিবাদকে চূর্ণ করতে, সর্বশেষে সবদেশের পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করতে এবং শ্রমিকদের লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক-বিপ্লবের মতবাদ আর রণকৌশলকে দৃঢ়তর করতে — যাতে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের পক্ষে অন্য পথে চলা সম্ভব ছিল না, কারণ এক মাত্র এই পথেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করার উপযোগী পরিবর্তন আন্তর্জাতিক অবস্থায় ঘটানোর সম্ভাবনা ছিল।

এই কারণেই রাশিয়া লেনিনবাদের পীঠস্থানে পরিণত হল এবং রুশ কমিউনিস্টদের নেতা লেনিন হলেন এর স্রষ্টা।

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মার্কস-এঙ্গেলস এবং জার্মানির ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এবার লেনিন এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে মোটামুটি তাই 'ঘটল'। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রাশিয়ার মতো সে সময় জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠেছিল। সে সময় মার্কস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লিখেছিলেন ঃ

'কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে কারণ সে দেশে আজ এমন এক বুর্জোয়া-বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠেছে যে বিপ্লব নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নততর সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের চেয়ে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণিকে নিয়ে এবং এই বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই দেখা দেবে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব। জার্মানির আসন্ন বুর্জোয়া বিপ্লব সেই শ্রমিক-বিপ্লবেরই ভূমিকা রচনা করেছে মাত্র।'

অর্থাৎ জার্মানিই তখন বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না যে, উপরোক্ত অনুচ্ছেদে মার্কস যে কারণ দেখিয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই বিশেষ করে জার্মানিই হয়েছিল বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের জন্মভূমি এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণির নেতা মার্কস আর এঙ্গেলস হয়েছিলেন এর স্রষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রাশিয়া সম্পর্কে এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। রাশিয়াতে সে সময় বুর্জোয়া-বিপ্লব আসন্ন হয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

রাজীব দাসের হত্যাকারীরা শাস্তি পেল, কিন্তু বাকিরা?

দিদির সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে নিহত কিশোর রাজীব দাসের হত্যাকারীদের শাস্তি ঘোষণা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ওই নৃশংস হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডই হত প্রকৃত শাস্তি। তবুও একটা স্বস্তি, যে অবশেষে একটি নারকীয় ঘটনার অন্তত বিচার শেষ হয়েছে। মাঝখানে গড়িয়ে গেছে চার চারটি বছর। চার বছর আগে সেই ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বারাসাতের জেলা জজ, জেলাশাসক সহ সমস্ত শীর্ষ কর্তাদের বাসভবনের সামনে মদ্যপদের হাত থেকে দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে রাজীব যখন মার খাচ্ছিল, দিদি রিঙ্কু দাস জেলাশাসকের বাংলোর গেটে মাথা কুটেছিল ভাইকে বাঁচানোর আর্তি নিয়ে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। কল্পনা করুন, কী মর্মান্তিক ছিল সেই দৃশ্য। জেলাশাসকের বাংলো পাহারায় ব্যস্ত পুলিশ ছিল নির্বিকার।

এই ঘটনায় পশ্চিমবাংলার জনমন আলোড়িত হয় প্রবল। পুলিশ বাধ্য হয় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে। নিরীহ রাজীবের হত্যাকারীদের শাস্তিদানের ঘটনায় স্বস্তির মাঝে অস্বস্তির কাঁটা হয়ে থাকল রায় বেরোবার দিন 'কৃতিত্ব' নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত কিছু রাজনৈতিক দলের অভব্য আচরণ। তিনটি দল লাজলজ্জার বালাই না রেখে রিঙ্কু দাসের সাথে নিজেদের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য কোর্ট চত্বরে হুড়োহুড়ি করেছে। এতদিন ঐ শোকস্তব্ধ পরিবারের খোঁজ নেওয়ার কোনও প্রয়োজনই যারা বোধ করেনি, এ দিন তাদের তৎপরতা ঘৃণা কুড়িয়েছে। এই দলগুলিই যার যেখানে ক্ষমতা সেখানেই মদ্যপ, মস্তান, চোলাই মদের কারবারিদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। যার ফলে দুষ্কৃতীরা আজ বেপরোয়া। ইতিমধ্যে বারাসাতেরই কামদুনিতে গণধর্ষণ এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এক কলেজ ছাত্রী। সুটিয়াতে গণধর্ষণ মামলার প্রধান সাক্ষী প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা, হাওড়ার সালকিয়াতে ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রতিবাদী যুবক অরূপ ভাণ্ডারি। দত্তপুকুরের সৌরভ চৌধুরীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে চোলাই মদের ঠেক চালানো দুষ্কৃতীর দল। কাটোয়া, মধ্যমগ্রাম, পার্কস্ট্রিট, হাবড়া, গাইঘাটা, ধূপগুড়ি প্রভৃতি সমস্ত নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচার হয়েছে। তারপরেও ঘটেছে আরও অসংখ্য ঘটনা। শুধু ২০১৫ সালের প্রথম দুই মাসেই একাধিক শিশুকন্যা সহ নারীদের উপর ভয়াবহ অত্যাচারের বহু ঘটনাই ঘটে গেছে।

সরকার কী করছে? এ রাজ্য বেশকিছু বছর ধরে নারী নির্যাতনে শীর্ষ স্থানে আছে। শাসকের পরিবর্তন ঘটলেও সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, কিন্তু তাঁরও এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংবেদশীলতা দেখা যায়নি। বরং শাসক দলের নেতা-নেত্রীরা নির্যাতিতাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই ব্যস্ত। সরকার নারী নির্যাতন রুখবে কী করে? রাজ্যের তৃণমূল সরকার সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান খোলার উপর। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মদ বেচে সবচেয়ে বেশি আয় করার জন্য রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে প্রশংসা করে পুরস্কার দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সকলেই মদ্যপ। একা কোনও মেয়েকে দেখলেই তার উপর হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই মদ্যপ বাহিনী। রাজ্যে অবাধে ব্লু-ফিল্ম, অশ্লীল ছবির কারবার চলছে। সরকার নীরব দর্শক। বেশিরভাগ দুষ্কৃতী, চোলাই মদের কারবারিরা শাসকদলের ছাতার তলায় বসে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশের কী ভূমিকা? বেশিরভাগ ঘটনাতেই পুলিশ তদন্তটুকুও শেষ করেনি। বেশিরভাগ ঘটনাতেই সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারই করতে পারেনি তারা। তদন্ত চলছে ঢিমে তালে, বহু মামলাতেই চার্জশিট দেওয়ার মতো তথ্য জোগাড়ের চেষ্টাই করেনি পুলিশ। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তরা শাসক দলের আশ্রয়লাভ করেছে বলে পুলিশ তাদের শাস্তির ব্যাপারে চোখ বুঁজে রয়েছে। এ রাজ্যে শাসকদলের নেতারা থানায় হামলা চালালে পুলিশ ফাইল মাথায় দিয়ে টেবিলের তলায় আশ্রয় নেয়, কোনও নারী নির্যাতনকারী কিংবা হত্যাকারীর সঙ্গে শাসকদলের কোনও নেতার ক্ষীণ যোগাযোগ আছে জানতে পারলে তাদের ধরতে পুলিশের পা কাঁপে।

অথচ সেই পুলিশই সামান্য কোনও সরকার বিরোধিতার আভাস পেলে বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে কসুর করে না। ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রীর কার্টুন আঁকার দায়ে অধ্যাপককে জেলে যেতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে প্রশ্ন তোলার জন্য এক যুবককে মাওবাদী বলে ইউএপিএ আইনে মামলা দিয়ে জেল খাটায় পুলিশ। এই বীরপুঙ্গবরাই ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রাস্তায় আইন অমান্যকারীদের নির্বিচারে লাঠিপেটা করেছে শুধু নয়, দু'জন ছাত্রের চোখে লাঠি ঢুকিয়ে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। অদ্ভুত সক্রিয়তায় এস ইউ সি আই (সি) নেতাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের তৎপরতা দল বিচার করেই স্থির হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রঙিন বিজ্ঞাপনের ফানুস উড়িয়ে বেটি লাও, বেটি বাঁচাও বলে প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর দলের শাসিত প্রতিটি রাজ্যেই নারীর সম্ভ্রম লুঠের ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। তাঁর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাবভাব দেখে মনে হয় এটাই যেন স্বাভাবিক। খোদ দিল্লিতেও প্রতিদিন এমন ঘটছে। নির্ভয়ার হত্যাকারীদের শাস্তির জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট নয়। অপরাধীরা বুঝে গেছে কোনও সরকারই তাদের বিশেষ ঘাঁটাবে না। ফলে দেশ জুড়েই আজ তারা বেপরোয়া।

যে সমস্ত সংবাদমাধ্যম নারী নির্যাতন, গণধর্ষণ ও খুন, প্রতিবাদীদের হত্যা এই সমস্তর বিরুদ্ধে খুব গলা ফাটাচ্ছে, জনমানসের তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে খুব দরদি সাজছে, তারাও কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? এই সমস্ত সংবাদমাধ্যমের নানা 'প্লাস' পৃষ্ঠা এখন নগ্ন নারীদেহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ছবি ছাপার বড় মাধ্যম। শুধু ছবি নয়, এই সব পাতায় লেখার প্রতিটি ছত্রে তাদের চেষ্টা যৌন উত্তেজক কিছু সরবরাহ করা। মদের ফেনিল গ্লাসে আর নাইট ক্লাবের হুল্লোড়েই আসল সাবালকত্ব বলে তারা প্রচার করে। তার বিষময় ফল বর্তায় সমাজের উপর। গোটা সমাজের চেতনাকে জন্তুর স্তরে নামিয়ে আনাই এখন পুঁজিবাদি দুনিয়ার কর্ণধারদের লক্ষ্য। তাই সমস্ত দিক থেকে তারা আয়োজন করেছে মানুষের মানবিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি বোধ, সংস্কৃতি সবকিছু ধ্বংসের। প্রচারমাধ্যম, ইন্টারনেট, মোবাইলের মাধ্যমে বিকৃত যৌনতাসর্বস্ব জীবনকেই বড় করে প্রচার করা হচ্ছে। নারী দেহকে পণ্য হিসাবে দেখার নাম দেওয়া হয়েছে আধুনিকতা।

প্রতিদিন এই অসংখ্য নারীর আর্তনাদ বহু মানুষকে ব্যথা দিচ্ছে, ভাবাচ্ছে। তাঁদের অনেকেই একে রুখতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত এমনকী নিহত হয়েছেন। তাঁরা প্রাণের বিনিময়ে মানুষকে একটা আশার আলো দেখিয়েছেন যে, আজও সমাজে মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু এতেই তো নারীর প্রাণ-মান রক্ষা করা যাবে না। সরকার, পুলিশ-প্রশাসনকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাধ্য করতে হলে চাই এই দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার আন্দোলন। মদের প্রসার বন্ধ, ব্লু-ফিল্ম সহ সমস্ত অশ্লীলতার প্রদর্শনী বন্ধের দাবি নিয়েও চাই গণআন্দোলন। একমাত্র আন্দোলনের জোরেই বেপরোয়া দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

লেনিনবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি

ছয়ের পাতার পর

উঠেছিল; যে সময় তাকে এই বিপ্লব সম্পন্ন করতে হচ্ছিল তখন ইউরোপে অবস্থা আরও উন্নত ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের জার্মানির চেয়েও (ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তো দূরের কথা) রুশ শ্রমিকশ্রেণি বেশি শক্তিশালী ছিল। তা ছাড়া সমস্ত লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, এই বিপ্লবে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হবে এবং এ বিপ্লব হবে শ্রমিক বিপ্লবের সূচনা মাত্র। ১৯০২ সালে রুশ বিপ্লব যখন ভ্রূণ অবস্থায় ছিল মাত্র, তখন লেনিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাকে কিছুতেই আকস্মিক বলে মনে করা চলে না। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' (কী করিতে হইবে) পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

'ইতিহাস আজ আমাদের (রুশ মার্কসবাদীদের) সামনে যে আশু কর্তব্য হাজির করেছে তা অন্য যেকোনও দেশের সর্বহারাশ্রেণির আশু কর্তব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক। এই কর্তব্য পালন করতে পারলে, শুধু ইউরোপের নয়, সমস্ত এশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সব চেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ ধ্বংস করতে পারলে, তা রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণিকে আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত করবে।' (লেনিন ঃ নির্বাচিত রচনাবলি — ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০)

অর্থাৎ রাশিয়াই বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে বাধ্য। আমরা জানি রাশিয়াতে বিপ্লবের গতি লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছে।

যে দেশ এইভাবে বিপ্লব সফল করেছে, যে দেশের এই রকম সর্বহারা শ্রেণি আছে, সেই দেশেই যে সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব এবং রণকৌশলের জন্মভূমি হবে, তাতে বিস্মিত হবার কোনও কারণ আছে কি?

রুশ সর্বহারা শ্রেণির নেতা লেনিন যে এই তত্ত্ব এবং রণকৌশলের স্রষ্টা হলেন, আন্তর্জাতিক-শ্রমিকশ্রেণির নেতা হয়ে দাঁড়ালেন তাতেও কি আশ্চর্য হবার কোনও কারণ আছে?

(পরবর্তী সংখ্যায়)

জীবনাবসান

ঝাড়খণ্ডে এস ইউ সি আই (সি) সিংভূম (পূর্ব) জেলা কমিটির সদস্য এবং এআইএমএসএস-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য প্রেসিডেন্ট কমরেড সরলা মাহাত গত ২৬ জানুয়ারি ৬৫ বছর বয়সে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিংভূম (পূর্ব) জেলার ধলভূমগড়ে অত্যন্ত গরিব খেতমজুরের ঘর থেকে আসা কমরেড মাহাতর লেখাপড়ার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। সেই যুগে তিনি বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন, যা সে সময়ে বিশেষত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যখন তিনি ঘাটশিলা কলেজে ভর্তি হন তখনই তাঁর সাথে পরিচয় হয় এস ইউ সি আই (সি)-র প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড হীরেন সরকার ও পার্টির তৎকালীন সিংভূম জেলা সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর সাথে। তাঁদের সংস্পর্শেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৮ সালে নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করেন। চাকরির সুযোগকেও উপেক্ষা করে তথাকথিত নিশ্চিত জীবনের হাতছানি ঠেলে দিয়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী (হোলটাইমার) হওয়ার জন্য ঘাটশিলা অফিসে থাকতে শুরু করেন এবং ক্রমে গোটা পরিবারকে দলের সাথে যুক্ত করেন। ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ আন্দোলনে যেমন তিনি অংশ নিয়েছেন তেমনি পোটকার বিড়ি পাতার আন্দোলন, স্লিপার ফ্যাক্টরি আন্দোলন, বিশেষত মহিলাদের উপর ধর্ষণ, ডাইনি সন্দেহে হত্যা ইত্যাদি প্রশ্নে বহু আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে। এরই মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেত্রী হিসাবে জনমনে স্থান করে নেন।

অত্যন্ত সরল জীবনযাপন, মিশুকে স্বভাব আর মানুষের দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস তাঁকে জনগণের হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে দিয়েছিল। সিংভূম বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে চার বার নির্বাচনে দাঁড়ান। তাঁর শেষযাত্রায় সর্বস্তরের মানুষ সামিল হন।

ঘাটশিলা স্টাডি সেন্টারে ১ ফেব্রুয়ারি সরলা মাহাতর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিমল দাস। প্রধান বক্তা দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, কমরেড সরলা মাহাত এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগ্রামের ফল, যা তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত পথে দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে জীবনে চর্চা করেছেন। তাই আমাদের সকলের কর্তব্য কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষাগুলি ও তাঁর হাতে গড়া দলকে আরও ভালো ভাবে জানা। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঘাটশিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিদ্ধেশ্বর ঝা, অধ্যাপক সুবোধ সিং, নরেশ কুমার, মালা চ্যাটার্জী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন দলের ঝাড়খণ্ড সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি।

কমরেড সরলা মাহাত লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

আইন অমান্য আন্দোলনে ডিএসও কর্মীরা গুরুতর আহত

সংগ্রাম অব্যাহত রাখার শপথ নিয়ে ছাত্র মিছিল

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু ও শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধের দাবিতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এস ইউ সি আই (সি) আহূত আইন অমান্য আন্দোলনে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ ও র‍্যাফের পাশবিক আক্রমণে শতাধিক ছাত্রকর্মী ও আইন অমান্যকারী গুরুতর আহত হন। এ আই ডি এস ও সংগঠক উত্তম পাড়ই একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারান, রমাকান্ত সরকারের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। পুলিশের এই ঘৃণ্য কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের ডাক দেওয়া হয়।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায়। তিনি বলেন, শাসকের এরকম ঘৃণ্য আক্রমণের নজির অতীত ইতিহাসে আছে, আগামী দিনেও যথার্থ আন্দোলন স্তব্ধ করতে এই ধরনের হামলা তারা চালাবে। ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি হিসাবে এ আই ডি এস ও-কে এই আক্রমণের মোকাবিলা করেই দাবি আদায় করতে হবে, ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে।

কুলতলীর বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

কুলতলী ব্লকের হাজার হাজার পরিবার আজও বিদ্যুৎ বঞ্চিত, ২০ শতাংশ বাড়িতেও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকে না, ভোল্টেজ অত্যন্ত কম। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি-চিকিৎসা-শিক্ষার পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীদের নিয়ে গঠিত কুলতলী বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটির নেতৃত্বে ১১ ফেব্রুয়ারি কয়েকশত বিদ্যুৎগ্রাহক মিছিল করে এসে জয়নগর কাস্টমার কেয়ার অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানে এক বিক্ষোভসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সওকত আলি সরদার। স্মারকলিপি পাঠ করেন মামুদ আলি মোল্লা। প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে শ্যামপদ কয়াল, তপন হালদার, কৈলাস অধিকারী, কাহার মণ্ডল, নুরুল হুদা, মনোরঞ্জন হালদার, বিজয় দাস খাঁ প্রমুখ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু দাবি আদায়ে সক্ষম হন। তাঁদের দাবি মেনে দুই স্টেশন ম্যানেজার সভায় আন্দোলনকারীদের সামনে এসে মাইকে জানান— ১৪ দিনের মধ্যে জামতলা পাওয়ার সাবস্টেশন চালু করা হবে, মিটার রিডিং না নিয়ে মনগড়া বিল করা হবে না, সকল বকেয়া সংযোগ দ্রুত দেওয়া হবে ইত্যাদি। অ্যাবেকার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী বলেন, সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎকে পরিষেবার পরিবর্তে পণ্যে পরিণত করায় এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনগণের পরিবর্তে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকায় বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সঠিক পরিষেবা আদায়ের জন্য অ্যাবেকার ডাকে আগামী ৭-৮ এপ্রিল দিল্লি অভিযান সফল করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে

এ আই এম এস এস-এর চতুর্থ ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন

ক্রমাগত বাড়তে থাকা নারী নির্যাতন এবং অশ্লীলতা ও মদের প্রসার রোধের দাবি নিয়ে এ আই এম এস এস-এর চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রাজধানী ভুবনেশ্বরে, ৩১ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি। নারীর অধিকার রক্ষায় আপসহীন সংগ্রামী এই সংগঠনের সম্মেলনে যোগ দিতে শহরের কেন্দ্রস্থলে মহাত্মা গান্ধী রোডের প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। এঁদের অধিকাংশই নারী— যাঁরা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত থেকে অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এসেছিলেন নিজেদের দাবি-দাওয়া-অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে সামিল হতে।

৩১ জানুয়ারি ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে ৫ হাজারেরও বেশি মহিলাদের এক সুসজ্জিত মিছিল সমাবেশ স্থলে পৌঁছায়। রাজ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে গঠিত যে অভ্যর্থনা কমিটি সম্মেলন সফল করার জন্য বিপুল দায়িত্ব পালন করেছে, তার পক্ষ থেকে মিছিলটিকে স্বাগত জানানো হয়। সমাবেশস্থলে ছবি ও কোটেশন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন উৎকল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য ও অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক গোকুলানন্দ দাস।

প্রধান বক্তা এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে এ দেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, আজকের দিনে নারী-সমস্যা সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রীতা রায়, এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস, এ আই এম এস এস-এর সাধারণ সম্পাদক ডঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী প্রমুখ। তাঁরা সকলেই সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার লক্ষ্যে এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত পথে, সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে নিয়ে উচ্চ নৈতিকতার ভিত্তিতে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী কমরেড বীণাপাণি দাস।

১ ফেব্রুয়ারি ভুবনেশ্বরেরই কোরাপুট ভবনে ৫১৫ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। অন্যান্যদের সঙ্গে বক্তব্য রাখেন উৎকল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন রিডার অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য ডঃ বীরেন্দ্র নায়ক, প্রখ্যাত সমাজকর্মী কৃষাণ মোহান্তি প্রমুখ। সম্মেলন থেকে কমরেড বীণাপাণি দাসকে সভানেত্রী এবং কমরেড স্বয়ংপ্রভা নায়ককে সম্পাদক করে ১২৭ জনের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। দু'দিনের এই সম্মেলনে নাচ, গান, নাটক, লোকগীতি সহ নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের পর অংশগ্রহণকারীদের সোচ্চার স্লোগানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

কাকদ্বীপে শিক্ষক নিগ্রহের প্রতিবাদ এস টি ই এ-র

৭ ফেব্রুয়ারি কাকদ্বীপ নিউমার্কেট হলে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (এস টি ই এ)-র উদ্যোগে এক নাগরিক কনভেনশন

বক্তব্য রাখছেন আক্রান্ত শিক্ষক গৌতম মণ্ডল

অনুষ্ঠিত হয়। শিবকালীনগর ঈশান মেমোরিয়াল হাইস্কুলের শিক্ষক গৌতম মণ্ডল ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে স্বাধীন মত প্রকাশের 'অপরাধে' নিগৃহীত হন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও তাঁর দলবলের হাতে। থানা নিগৃহীত শিক্ষকের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে, অপর দিকে দুষ্কৃতীরা তাঁকে বারবার হুমকি দিতে থাকে। অবশেষে ২৮ জানুয়ারি এস টি ই এ-র নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে ও সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে তাঁর অভিযোগ গৃহীত হয়।

শিক্ষক নিগ্রহের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক কনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মনোজ গুহ, মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক অরূপকুমার গিরি, প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, শিক্ষক লক্ষ্মণ মণ্ডল, এস টি ই এ-র রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ পোদ্দার, রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র, সি পি ডি আর এস-এর সুভাষ জানা, বিপিটিএ-র রাজ্য সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সম্পাদক রতন লস্কর প্রমুখ।

সভা শেষে শিক্ষকরা সমবেতভাবে কাকদ্বীপ থানার ও সি-কে স্মারকলিপি দেন। তাতে শিক্ষক নিগ্রহে জড়িত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in